বাংলাদেশে দূতাবাস, আবুধাবী
সংযুক্ত আরব আমিরাত

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০২১

বাংলাদেশ দূতাবাস আবুধাবী গত ১৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন করেছে। এদিন অপরাহ্নে দূতাবাস মিলনায়তনে মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, জনতাব্যাংক, বিমান, বাংলাদেশ স্কুল, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ সমিতির নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় প্রবাসী নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহন করেন। পবিত্র কুরআন তেলয়াতের মাধ্যেমে সভা শুরু হয় এরপর দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় এবং মুজিব নগর দিবস সম্পর্কিত প্রামান্য চিত্র প্রদর্শিত হয়।

মান্যবর রাষ্ট্রদূত তার বক্তবে মুজিব নগর সরকার গঠনের ঐতিহাসিক তৎপয ও গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে এ ঘটনাকে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন. একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য যে চারটি মৌলিক উপাদান থাকা দরকার তার অন্যতম হলো রাষ্ট্রের একটি সরকার থাকতে হবে। মুজিব নগর সরকার গঠনের মাধ্যেমে বাংলাদেশ সেই শর্ত পূরণ করে এবং সার্বভৌমত্ব অর্জনের লক্ষে উক্ত সরকার দেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পাশাপাশি বিদেশে ব্যাপক কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।এর ধারাবাহিকতায় আমরা মাত্র নয় মাসে চুড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হই। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় চার নেতাসহ তৎকালিন নেতৃবৃন্দ মুজিব নগর সরকারের মাধ্যেমে দেশের আপামর জনগনকে সংগঠিত করে দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলন। যে স্বপ্ন নিয়ে তারা দেশ স্বাধীন করে ছিলেন, আজ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছেন। এ কাজে সকলকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি প্রবাসীদের আহবান জানান।

সাধারণ আলোচনায় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি, বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি, বাংলাদেশ স্কুলের অধ্যক্ষ প্রমুখ অংশ নিয়ে মুজিব নগর সরকার গঠনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। আলোচকগণ মুজিব নগর সরকার গঠনে জাতীয় চার নেতার অসামান্য অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সকল স্তরের বাঙালীর মধ্যে স্বাধীনতার যে তীব্র আকাংখা প্রজ্জলিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে তার চুড়ান্ত বহি:প্রকাশ হয়।বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে মুক্তি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির যে আহবান জানিয়েছিলেন, মুজিব নগর সরকার গঠণের মাধ্যেমে সে নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেছিলেন জাতীয় চার নেতাসহ তৎকালিন নেতৃবৃন্দ। মুজিব নগর দিবস পালনের মাধ্যেমে পরবর্তী প্রজন্ম স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে বলে বক্তাগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচনা শেষে জাতির পিতা, তাঁর পরিবারবর্গ জাতীয় চার নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং দেশ জাতির সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনায় বিশেষ দোয়া মোনাজাত করা হয় উপস্থিত সকলের মাঝে ইফতার পরিবেশনার মাধ্যেমে সভার সমাপ্তি হয়।